International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-III, May 2025, Page No.414-420
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i3.040

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে মোক্ষের ধারণা: একটি আলোচনা

রোজিনা খাতুন
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 02.05.2025; Accepted: 18.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The concept of libration exists in almost all religions in its own unique way. The word libration can be used meaningfully in many religions. Monotheistic religions say that the barrier between man and God is sin. Monotheistic religions define libration as entering into eternal communion with God, which means that personality will not be extinguished but rather will be fulfilled. Other Eastern religions, such as Buddhism and Taoism, embrace moksha as an enlightenment, meaning discovering oneself and coming into harmony with an eternal system that governs existence. Dualistic religions hold that two opposing forces of good and evil govern our world, viewing libration as a return to a primordial angelic state from which humans have fallen into a physical body. An important sect in Indian philosophy is Nyaya-Vaisheshika. Nyaya-Vaisheshika is a theistic philosophy, while Charvaka, Buddhism, Jainism are atheistic sects. Theistic sects believe in the Vedas. They believe that the world was created by God from atoms. he Nyaya-Vaisheshika sect is an ancient sect, at least as old as Buddhism. The first and main work of Nyaya was received from Maharishi Gautama and he is said to be the first founder of this sect. Later, various commentators such as Vatsyayana, Udyotakara, Prasathapada, Vishwanatha, Gangesha, etc. wrote commentaries on the Nyaya and Vaisheshika Sutras. These two schools are considered similar because they believe in the infinity of atoms, which are the material cause of the universe. They believe that there are many ultimate theories rather than just one. The primary purpose of this paper is to discuss the Nyaya-Vaisheshika school's view on how humans can attain Moksha or libration.

Keywords: Nyaya philosophy, Theistic philosophy, Soul, False Knowledge, Libration.

ন্যায় দর্শন মূলত তার অধিবিদ্যার জন্য পরিচিত নয় বরং জ্ঞানের বহুল আলোচনার জন্য সমধিক পরিচিত। এটি তর্ক বা যুক্তির বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত, কারণ এটি সঠিক এবং বৈধ চিন্তার নিয়ম অনুসন্ধান করেছে। নৈয়ায়িকরা মনে করেন যে দুঃখের প্রকৃতি এবং এর মূল কারণটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করলে, জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মুক্তি অর্জন যা ন্যায় দর্শনে অপবর্গ নামে পরিচিত এবং বৈশেষিক দর্শনে নিঃশ্রেয়স নামে পরিচিত। আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, কর্ম এবং অবিদ্যাই হল মানব জীবনের বন্ধন এবং এর ফলস্বরূপ দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। নৈয়ায়িকরা প্রথমে এই বস্তুর যৌক্তিক পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার এবং দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধানের উপর জোর দেয়। ন্যায় এবং বৈশেষিক সম্প্রদায় আচার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের উপর জোর দেয় না, মূর্তি পূজার উপরও বেশি জোর দেয় না। তাঁরা অদ্বৈত বেদান্তের মতো বিশ্বাস করে যে মুক্তি সঠিক জ্ঞান দ্বারা অর্জিত হতে পারে,

অন্য পদ্ধতিতে নয়। তাই জ্ঞানের উপর জোর দেওয়ার জন্য এই শাস্ত্রকে অনেকে 'প্রমাণতত্ব' নামে অভিহিত করেছেন।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য অনুসন্ধান করা হয়। জগৎ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই হল মুক্তিলাভ। দার্শনিক অনুসন্ধান মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, জগতের দার্শনিক উপলব্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল মুক্তি। এইসব সম্প্রদায় দ্বারা বিশ্বাস করা হয় যে, বর্তমান জীবনের দুঃখ-দুর্দশা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট এবং সঠিক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানকে নিশ্চিহ্ন করার মধ্যেই এই জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিকার নিহিত হয়। এটি স্পষ্ট যে, অবিদ্যাই হল সমস্ত যন্ত্রণার মূল কারণ। অবিদ্যা দুঃখের চূড়ান্ত কারণ,তাৎক্ষণিক কারণ নয়। একটি দীর্ঘ কার্যকারণ শৃঙ্খল রয়েছে যেখানে অবিদ্যা চূড়ান্ত বা প্রথম কারণ হিসাবে কাজ করে এবং অন্তিমে আসে দুঃখ তবে উভয়ের মধ্যে অনেক মধ্যবর্তী কারণও রয়েছে। ন্যায় দর্শন বেদান্তের সাথে একমত যে, অবিদ্যা বিশ্বের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ।

বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যতে বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্তি রয়েছে, যেমন অ-স্বার্থপর বস্তুর মধ্যে নিজেকে দেখা, বেদনায় সুখ অনুভব ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির প্রতি মিথ্যা গুণাবলী আরোপ করা হয় যা তাদের মূল গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর অর্থ জ্ঞানের এক ধরণের বিকৃতি বিষয়। বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যতে আরও বর্ণনা করেছেন যে, ভুল ধারণা বা মিথ্যাজ্ঞান কেবল সঠিক দার্শনিক জ্ঞানের অনুপস্থিতি হিসাবে নয় বরং মোহের মতো সদর্থক বিশ্ব তৈরি করেছে। যে বিষয়গুলি আমাদের অভ্যন্তরের অংশ নয় সেগুলি ভুলভাবে আমাদের নিজের একটি অংশ বলে অনুমিত হয়। আমরা শরীর, ইন্দ্রিয়, মানস, বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দিই এবং মনে করি যে তাদের দুঃখও আমাদের দুঃখ। আমরা তাদের সাথে নিজেদেরকে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করি এবং তাদের দ্বারা সন্তুষ্ট বা বেদনা অনুভব করি। আমরা আমাদের আত্মাকে অ-আধ্যাত্মিক বস্তুর সাথে গুলিয়ে ফেলি। দুটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আত্মা কখনই আত্মাহীন বা জড় বস্তুর মত হতে পারে না। তারা একে অপরের থেকে স্পষ্টতই আলাদা। যখন আমরা আমাদের 'আত্মা'-এর ধারণায় আমাদের দেহ বা মনকে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করি, তখন আমরা তাদের সাথে নিজেদেরকে চিহ্নিত করি আর তার ফলেই বারংবার হতাশা ও যন্ত্রণার জন্য আমরাও ভুগতে থাকি।

যে ব্যক্তি তার দেহকে তার আত্মা বলে মনে করে এবং যে তার দেহের ধ্বংসের সাথে তার জীবন শেষ করে দেয় সে সর্বদা কামনায় পরিপূর্ণ থাকে এবং তাদের দ্বারা কর্ম করতে প্ররোচিত হয়। এই ক্রিয়াকলাপগুলি ভাল বা খারাপ কর্ম তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত তার পরবর্তী জন্মে যে ধরণের দেহ ধারণ করবে তা নির্ধারণ করে। এইভাবে, দৈহিক জীব সমস্ত দুঃখের বা সুখের মূল কারণ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভ্রান্ত ধারণার অধীনে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে সে আনন্দ উপভোগ করে এবং ব্যথা ভোগ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে তার শরীর থেকে নিজেকে বৈষম্য করে সে দুঃখের আসল প্রকৃতি এবং এর কারণ বুঝতে পারে। আত্মা ব্যতীত একটি নিছক দেহ কখনই উৎপন্ন হয় না; আত্মা ছাড়া একটি দেহ কেবল একটি মৃতদেহ। যে মুহূর্তে একটি জীবন্ত দেহ জন্ম নেয় তখন সেটি আত্মার সাথে জড়িত হয়ে পরে। একটি নির্দিষ্ট শরীরের সাথে একটি আত্মার সংসর্গ একজন ব্যক্তির অতীত জীবনে কর্ম দ্বারা সৃষ্ট হয়; এবং উভয়ের বিচ্ছেদও ঘটে যখন কর্ম বা যে অভিজ্ঞতার জন্য দেহের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়। মহর্ষি গৌতম আরও বলেছেন যে কর্মের ক্লান্তির সাথে আত্মা এবং দেহ বিচ্ছিন্ন

হয়ে যায়। আত্মা এবং শরীরের মধ্যে বিচ্ছেদ গুনের অবসান দ্বারা প্রভাবিত হয়। জন্ম-মৃত্যুর সম্পূর্ণ চক্র এবং পরের জন্মের সাথে এর ধারাবাহিকতা কর্মের মতবাদ দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এটি সত্য যে আমাদের কখনই বিশুদ্ধ আনন্দ নেই যা সম্পূর্ণরূপে দুঃখের আভাস থেকে মুক্ত। ন্যায়-বৈশেষিকগন মনে করেন যে, বিশুদ্ধ আনন্দ একেবারেই থাকতে পারে না। আনন্দ যতই নির্মল হোক না কেন, কিছুটা হলেও বেদনার সাথে মিশে যায়। বেদনাকে দূরে রেখে জীবনভর শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগ করা যায় না। আনন্দ এবং বেদনা অবিচ্ছেদ্য। পার্থিব জীবন কখনই আমাদের পরম সুখ দিতে পারে না; সুখ অর্জনের জন্য নিজেই অক্লান্ত পরিশ্রম, কষ্ট করতে হয় যা ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এইভাবে, সুখের অধিগ্রহণের সাথে অনেক বেদনা এবং দুঃখ জড়িত এবং তদ্ব্যতীত, আমরা স্থান-কালের মাত্রায় বসবাস করার কারণে এই পৃথিবীতে আমাদের এখানে যে প্রতিটি ঘটনা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী। আমাদের এখানে থাকা প্রতিটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা শেষ হতে বাধ্য। এইভাবে বিশেষ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাগুলি শেষ হওয়ার পরে, আমরা একটি অ-আনন্দদায়ক ঘটনায় পৌঁছে যাই। দেহ তার শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে সীমাহীনভাবে ধর্মোপদেশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আনন্দ উপভোগ করতে পারেনা।

একটি অভিজ্ঞতা যতই আনন্দদায়ক হোক না কেন শরীর কিছু সময়ের জন্য এটির সাথে পরিপূর্ণ বোধ করে। সীমিত ক্ষমতার কারণে শারীরিক এবং মানসিক আনন্দ উপভোগ করার পরে শরীর ক্লান্ত বোধ করে। এইভাবে একজন ব্যক্তি তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কখনোই অবিরাম ও সীমাহীন সুখ উপভোগ করতে পারে না। সমস্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত অ-আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য যা হয় একটি শূন্যতা বা কখনও কখনও আনন্দের আধিক্যের কারণ বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এই ধরনের আনন্দ মানুষের চিরন্তন সুখ ও তৃপ্তি আনতে পারে না। এস. রাধাকৃষ্ণান এ বিষয়ে লিখেছেন,

> "Pain, the cause of uneasiness, is the sign that the soul is not at rest with itself. The highest good is deliverance from pain and not the enjoyment of pleasure, for pleasure is always mixed up · with pain."[1]

সমস্ত দুঃখ প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত হয় যা তখনই সম্ভব হয় যখন শরীর থাকে। এইভাবে দুঃখ অনিবার্যভাবে একজন ব্যক্তির শারীরিক দেহের জন্মের সাথে সম্পর্কিত। এস. রাধাকৃষ্ণন নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে প্রবৃত্তি এবং শরীরের সাথে দুঃখের সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন-

> "Pain (dukha) is the result of birth (janma), which is the result of activity (pravrtti). All activity, good or bad, binds us to the chain of Samsara and leads to some kind of birth, high or low…The activity is due to the defects of aversion (dvesa), attachment (raga) and stupidity (moha). Aversion includes anger, envy, malignity, hatred and implacability. Attachment includes lust, avarice, avidity and covetousness. Stupidity includes misapprehension, suspicion, conceit and carelessness. Stupidity is the worst since it breeds aversion and attachment. Through these defects, we forget that there is nothing agreeable or disagreeable to the soul and come to like and dislike objects. The cause of these defects is false knowledge (mithyajnana) about

[1] Radhakrishnan, p.161

the nature of the soul, pain, pleasure etc…So long .as we act, we are under the sway of attachment and aversion and cannot attain the highest good."[2]

এই অনুচ্ছেদ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমস্ত অনিষ্টের মূল কারণ হল একজন ব্যক্তির ভৌত দেহের অস্তিত্ব যা নিজেই অতীত জন্মের কর্মের ফলে সৃষ্ট হয়। এইভাবে শরীর বা দেহ এবং প্রবৃত্তি একে অপরের পারস্পরিক কারণ এবং তারা একটি দুষ্ট চক্র গঠন করে। এস. সি. বিদ্যাভূষণ লিখেছেন,

> "Birth is stated to be a pain because it signifies our connections with the body, the senses and the intellect which bring us various distresses. The body is the abode in which pain resides, the senses are the instruments by which pain is experienced and the intellect is the agent which produces in us the feeling of pain. Our birth as connected with the body, the senses and the intellect are necessarily a source of pain."[3]

বেঁচে থাকা মানে কোনো না কোনোভাবে কাজ করা, কারণ জীবন মানেই কাজ করার ক্ষমতা। জন্ম, ক্রিয়াকলাপ, কর্ম অর্জন, মৃত্যু, পুনর্জন্ম এবং মৃত্যুর ক্রমাগত চক্র সংসারের চির ঘূর্ণায়মান চাকা গঠন করে। কিন্তু মুক্তি মানে জীবনের ঘূর্ণায়মান চাকা থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি করা। মুক্তি পূর্ববর্তী কর্ম (সঞ্চিত কর্ম) নিঃশেষ করে একটি নতুন দেহ ধরনের পরিবর্তনগুলিকে বাদ দিয়ে পরবর্তী জন্মের দিকে পরিচালিত করে এমন কোনও নতুন কর্ম সঞ্চয় না করার মাধ্যমে সংসার চক্রটি চিরতরে থামিয়ে দেয়। তার ফলে ব্যক্তি দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে। মহর্ষি গৌতম তাঁর সূত্রে বলেছেন যে মুক্তি মানে বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। গৌতম তাঁর পরবর্তী সূত্রে আরও বলেছেন যে মুক্তির অবস্থা স্বপ্নহীন ঘুমের মতো দুঃখ-দুর্দশা থেকে একেবারে মুক্ত।

ন্যায় দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের নাম অপবর্গ। ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্র*-র প্রথম সূত্রেই বলেছেন- 'প্রমান-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত- সিদ্ধান্ত অবয়ব- তর্ক- নির্ণয়- বাদ- জল্প- বিতণ্ডা- হেত্বাভাসস্থল- জাতি- নিগ্রহস্থামানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'।[4] অর্থাৎ উক্ত প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স।

কর্ম আনন্দ-বেদনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। সকল বিষয় মুক্তির পরেই সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর দেহের অনুপস্থিতিই প্রতিটি বিষয় আন্দোলন করে যা প্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত করে। যখন কোনও কাজ ভাল বা খারাপ করা সম্ভব হয় না, স্বাভাবিকভাবেই তখন এটি কোনও ফলাফল বহন করে না যার ফলে ব্যথা এবং আনন্দ, ধর্ম এবং অধর্ম হয় এবং এইভাবে পুনর্জন্ম এবং দুঃখের অবসান ঘটায়। এইভাবে এটি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ দুঃখহীন অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও কেশব মিশ্র তাঁর *তর্কভাষা* গ্রন্থে একুশ প্রকারের মুখ্য ও গৌণ দুঃখের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে মুক্তি তাদের সকলের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে। এটি প্রায়শই কল্পনা করা হয় যে মুক্তি হল নিখুঁত সুখ এবং আনন্দের একটি রাষ্ট্র। আমরা পার্থিব জীবনে যে সুখ এবং আনন্দ পাই তা অপূর্ণ কারণ এটি সাধারণত বেদনা এবং দুঃখ দ্বারা গ্রাসিত হয়; তাই মুক্তির রাজ্যে সুখ দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। দুঃখ থেকে আনন্দ হবে এই আশায় মানুষ চর্চা করে যে সুখের সন্ধান পায় তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও চিরস্থায়ী। কিন্তু ন্যায়- বৈশেষিকরা মুক্তির এই ধারণাকে সমর্থন করেন না। ন্যায় মুক্তিতে বেদনা ও দুঃখের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থাকবে এবং সেই সাথে সুখ ও

---

[2] Radhakrishnan, p.162

[3] Nyaya Sutra, p.122

[4] ন্যায়সূত্র- ১/১/১

আনন্দেরও অনুপস্থিতি থাকবে। তাঁরা বেদনা থেকে আনন্দকে বিমূর্ত করতে পারে না এবং তাই সমস্ত বেদনামুক্ত বিশুদ্ধ আনন্দ কল্পনা করতে পারে না এবং তাই মনে করে না যে মুক্তিতে আনন্দ বা সুখ কোন কিছু বিদ্যমান। এখানে মুক্তি মানে বেদনাহীন অবস্থার পাশাপাশি আনন্দ-হীনতা। কেশব মিশ্র বলেছেন, "Pleasure being associated with pain is equivalent to pain. Their association means their inseparability. Just as honey mixed with poison becomes poison so becomes pleasure pain when mixed with the latter."[5]

মুক্তি এমন একটি অবস্থা যা আনন্দ বা বেদনা নয় এবং সমস্ত ধরণের আশা এমনকি অস্পষ্ট প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি উদাসীনতা এবং নিরপেক্ষতার অবস্থা। ম্যাক্সমুলার নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে এটি বর্ণনা করেছেন-

> "This, summum bonum is called by Gotama Nihsreyasa, literally that which has nothing better, the nonplus ultra of blessedness. This blessedness, according to the ancient commentator Vatsyayana, is described as consisting in renunciation with regard to all the pleasures of this life, and in the non-acceptance of, or indifference to any rewards in the life to come."[6]

মুক্তি সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও লালসা থেকে মুক্ত। মুক্তির কোনও আবেগ থাকতে পারে না কারণ আবেগ আত্মাকে তার প্রকৃত শান্তির অবস্থা থেকে বিপথে নিয়ে যায়। কথিত আছে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কিন্তু সর্বদর্শনসংগ্রহ বলে,

> "…the fulfilment of desires' here means absence of all the desires. In liberation when there cannot be the desire of the person who is devoid of the body and senses, how can there be the fulfilment of desire?"[7]

এইভাবে ন্যায় বৈশেষিকগণ দুঃখের প্রথম এবং চূড়ান্ত কারণ বা বীজকে উপড়ে ফেলার পক্ষে। জয়ন্ত ভট্ট তাঁর *ন্যায়মঞ্জরী* তে বলেছেন,

> "The pain as effect is destroyed when it's because that produces it is destroyed. If its cause exists in the successive births, pain always exists. Therefore, the tendency (pravrtti) which produces the pain in many births deserves to be destroyed."[8]

দুঃখের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার পর এর মূল কারণ আত্মার প্রকৃতি এবং বাস্তবতা সম্পর্কে মিথ্যাজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায়। এ ধরনের মিথ্যাজ্ঞান দূর করার মধ্যেই মুক্তির আশা নিহিত রয়েছে। জয়ন্ত ভট্ট বলেছেন যদি বন্ধন অনুভব করা না হয়, তবে বাহ্যিক উপাদান শক্তিশালী শৃঙ্খল এবং বিধিনিষেধগুলি একজন ব্যক্তিকে দাসত্বে ফেলতে অক্ষম হবে। বন্ধন বলতে বোঝায় মানসিক অভিজ্ঞতা বা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকার অনুভূতিকে। আত্মার গুণাবলী মূলত মনস্তাত্ত্বিক এবং বন্ধনের অভিজ্ঞতা মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে না গেলে মুক্তি অনুভূত হবে না। তার ফলে মানুষ মনে করে বন্ধনই তাঁর কাছে শ্রেয়। জয়ন্ত ভট্ট এইভাবে মুক্তির অবস্থার বেশ উপযুক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এই মানসিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ভাঙা যায় শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে, অথবা আত্মার প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ সংশয় করে। ম্যাক্স মুলার মুক্তির প্রাপ্তি সম্পর্কে বলেছেন,

[5] Misra, p.92

[6] Max Muller, p.484

[7] Sarvadarsanasamgraha, p.250

[8] Bhatta Jayanta, p.508

"…the Nyaya and Vaisesika systems though they also aim at salvation, are satisfied with pointing out the means of it as consisting in correct knowledge, such as can only be obtained from a clear apprehension of the sixteen topics treated by Gotama, or the six or seven categories put forward by Kanada. These two philosophies, agreeing as they do among themselves, seem to me to differ very characteristically from all the others in so far as they admit of nothing invisible or transcendent (Avyakta) whether corresponding Brahman or to Prakriti. They are satisfied with teaching that the soul is different from the body, and they think that, if this belief in the body as our own is once surrendered, our sufferings, which always reach us through the body, will cease by themselves."[9]

এইভাবে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় অনুসারে মুক্তির জন্য ১৬ টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। যে বিষয়গুলির সাথে আমরা মিথ্যাভাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করি এবং দুঃখ যন্ত্রণার দ্বারা আমরা জর্জরিত হই তার প্রকৃতি এবং উৎস সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না করতে পারলে আমাদের মন থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখ এবং বঞ্চনার অনুভূতিকে দূর করা যায় না, যা জীবনকে দুর্বিষহ এবং অসহনীয় করে তোলে।

প্রায়শই, মুক্তির অবস্থাকে সদর্থক, অপরিমেয়, বিশুদ্ধ, ভেজালমুক্ত এবং অবিরাম সুখ হিসাবে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় এই মতকে সমর্থন করে না। বিপরীতে, তাঁরা মুক্তিকে সম্পূর্ণ বেদনাহীন অবস্থা হিসাবে নঞর্থক ভাবে বর্ণনা করে। ম্যাক্স মুলার লিখেছেন,

"…the Apavarga (bliss) of the Nyaya and, Vaisesika systems seems entirely negative, and produced simply by the removal of false knowledge. Even the different names given to the supreme bliss promised by each philosophy tell us very little. Mukti and Moksa mean deliverance, Kaivalya, isolation or detachment, Nihsreyas, nonplus ultra, Amrita, immortality, Apavarga, delivery. Nor does the well-known Buddhist term Nirvapa help us much."[10]

ন্যায়-বৈশেষিক মতে মুক্তি সদর্থকতার উপাদান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে মনে হয়। কেননা, এটি ধর্মের পাশাপাশি অধর্ম বর্জিত। এটি যেমন পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একই সাথে এটি পুণ্য বা সৎকাজ থেকেও মুক্ত। এটি তার চরিত্রে নঞর্থক কারণ এই অবস্থায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ন্যায় দর্শন মতে, আত্মা তার মৌলিক প্রকৃতির অংশ হিসাবে অন্তর্নিহিতভাবে চেতনা ধারণ করে না। এটি অনুভূতি এবং এমনকি চেতনা থেকে মুক্ত। আত্মা তার আদি ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাই চেতনা জ্ঞান বর্জিত। ন্যায় সম্প্রদায় বলেন, যে মুক্তির অবস্থায় জ্ঞান বা অনুভূতি, ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা, আনন্দ বা বেদনা আকারে কোনও মানসিক চরিত্রের কোনও চিহ্ন থাকতে পারে না যদি তা আত্মার উপলব্ধির অবস্থা হয়। ম্যাক্স মুলার তাঁর মন্তব্যে মুক্তির নঞর্থক চরিত্রটি তুলে ধরেন,

"If…good works continue, there will be rewards for them, in fact there will be- paradise, though even this would really have to be looked upon as an obstacle to real emancipation. Nothing remains but a complete extinction of all desires, and this can be affected by knowledge of the truth only. Therefore, knowledge of the truth or removal of all false notions is the beginning and end of all philosophy and of the Nyaya philosophy in

---

[9] Muller, p.487

[10] তদেব পৃ.৪৮৮

> particular. The first step towards this is the cessation of Ahamkara, here used in the sense of personal feelings, such as desire for a beautiful and aversion to a deformed object. Desire therefore has to be eradicated and aversion also."[11]

কিন্তু যদিও মুক্তি একটি নঞর্থক অবস্থা যেখান থেকে সমস্ত অনুভূতি এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা অনুপস্থিত থাকে, তবে ন্যায় দার্শনিক মুক্তিকে বৌদ্ধ নির্বাণ অবস্থার সমতুল্য করে তোলেন না, যা প্রতিটি সম্ভাব্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। বৌদ্ধ দর্শন আত্মাতত্ত্ব অস্বীকার করেন এবং তারা নির্বাণের চূড়ান্ত অবস্থায় প্রতি অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু ম্যাক্সমুলার বলেছেন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ে মুক্তির চূড়ান্ত অবস্থায় শাশ্বত পদার্থের (দ্রব্য) চিরন্তন কণা বিদ্যমান।

ন্যায় সম্প্রদায়ে মুক্তির অবস্থাকে সহজে পাথরের অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এমন প্রাণহীন ও অচেতন অবস্থাকে পাথরের প্রাণহীন অবস্থার সমতুল্য মনে করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাথরের মধ্যে জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, আনন্দ, প্রচেষ্টা এবং আত্মার ইচ্ছার মতো বিভিন্ন মানসিক গুণাবলী কখনই ঘটতে পারে না। আত্মা উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করার বা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে বিকাশ করার অনন্য ক্ষমতা বা সম্ভাবনার অধিকারী। তাই আত্মা পাথর থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের এক শক্তি। মুক্তির অবস্থায় আত্মার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করার জন্য পাথরের উপমা খুবই অপ্রতুল।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ন্যায়সূত্র,মহর্ষি গৌতম
২. ন্যায়সূত্রভাষ্য,বাৎস্যায়ন
৩. বাৎস্যায়নভাষ্য-ন্যায়সূত্রভাষ্য, ন্যায়দর্শন, ১৯৬৭, ১৯৮৫
৪. জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরী, পঞ্চানন তর্কবাগীশকৃত বঙ্গানুবাদ ও টীকা সহ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১
৫. শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা, শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩ , ২০০৮
৬. তর্কবাগীশ,ফণীভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, কলকাতা, ২০১৪
৭. তর্কবাগীশ,ফণীভূষণ. ন্যায়পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক কলকাতা, ২০০৪
৮. ঘোষ, গোবিন্দচরণ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২
৯. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, ভারতীয় দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭
১০. Nyaya Philosophy-Goutama's Nyaya-sutra & Vatsyana's Bhasya, Part-1, Debiprasad Chattopadhyaya & Mrinalkanti Gangopadhyaya, Firma Klm Private Limited, Calcutta, 1992.
১১. Max Muller.,F., The Six System of Indian Philosophy, Longmans, Green and CO., New York and Bombay, 1899
১২. S., Radhakrishnan, Indian philosophy, Vol-1, The Macmillan Company, London.
১৩. Stcherbatsky, F.Th., Buddhist-Logic, Ed. By Ramkumar Rai, Choukhamba vidyavabon, Varanasi, 2023

---

[11] Muller, p.558